প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীর শতভাগ ধারাবাহিক মূল্যায়ন, মূল্যায়নকৃত তথ্য শিক্ষক ডায়েরি-১ ও ডায়েরি-২ এ সন্নিবেশপূর্বক শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরির সাধারণ নির্দেশনা:

১. প্রথম শ্রেণিতে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সামষ্টিক মূল্যায়ন বা কোনো আনুষ্ঠানিক লিখিত পরীক্ষা নেয়া যাবেনা। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রমের শুরুতে, কার্যক্রম চলাকালীন বা পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন।

২. প্রথম শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকার (Teacher's Guide) শেষে ধারবাহিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা সংযুক্ত রয়েছে। উক্ত নির্দেশিকায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন কৌশল ও রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য শিক্ষক ডায়েরি-১, শিক্ষক ডায়েরি-২ এর ব্যবহার এবং শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতের পদ্ধতি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষক সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুসরণ করে ডায়েরি-১ ও ডায়েরি-২ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর ওয়েবসাইটে প্রথম শ্রেণির সকল বিষয়ের শিক্ষক ডায়েরি-১ ও ডায়েরি-২ এর এমএস ওয়ার্ড ও পিডিএফ কপিসহ উক্ত নির্দেশিকাটি আপলোড করা আছে। ওয়েব সাইট থেকে সফট কপি ডাউন লোড করে তাতে প্রথম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর রোল ও নাম কম্পোজ করে প্রিন্ট করে নেবেন। কম্পোজ করা সম্ভব না হলে স্পষ্ট অক্ষরে হাতে লিখে নিতে হবে।

৩. প্রধান শিক্ষক তার বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুসারে প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পৃষ্ঠা প্রিন্ট/ফটোকপি করে নেবেন। এক্ষেত্রে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যার চেয়ে নীচে আরো ৫/১০টি খালি সারি করে নেবেন। বছরের বিভিন্ন সময়ে আরো নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে। প্রধান শিক্ষক/সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সারা বছরের জন্য অথবা ১ম , ২য় ও ৩য় প্রান্তিকের জন্য শিক্ষক ডায়েরি-১ ও ডায়েরি-২ আলাদা আলাদা ভাবে সংরক্ষণ করবেন এবং পরবর্তীতে বাধাই করে নেবেন।

৪. প্রথম শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ের জন্য (যথা: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রাথমিক বিজ্ঞান সমন্বিত, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, খ্রিস্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা) শিক্ষক ডায়েরি-১ ও শিক্ষক ডায়েরি-২ প্রস্তুত করতে হবে ।

৫. শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন প্রদানের জন্য ডায়েরি-১ এবং শিক্ষার্থীদের পাঠ/অধ্যায়/ইউনিটভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের বিবরণীর জন্য ডায়েরি-২ ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষক ডায়েরি-১ এর সংরক্ষিত তথ্য বা মানসমূহ প্রতিটি পাঠ/অধ্যায়/ইউনিট শেষে শিক্ষক ডায়েরি-২ এ লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই কাজ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ সুবিধাজনক সময়ে করবেন।

৬. শ্রেণি কক্ষে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন একটি পাঠে করতে না পারলে পরবর্তী পাঠের সময়ে অবশিষ্টদের মূল্যায়ন করতে পারবেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রতিপাঠে কোনো শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে না পারলেও একটি যোগ্যতার অধীন কোনো একটি পাঠে, না হলে ঐ অধ্যায়ের পাঠদান কালে অন্তত একবার হলেও মূল্যায়ন করতে হবে। একটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার অথবা অধ্যায়ের পাঠদান কালে শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন একবার হলেও মূল্যায়নের আওতায় আসে তানিশ্চিত করতে হবে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীরা যাতে মূল্যায়ন থেকে বাদ না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭. শিক্ষক সহায়িকাতে প্রতিটি পাঠ/পিরিয়ড/সেশন শেষে ছকের সাহায্যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত মূল্যায়ন নির্দেশকসমূহ বা Assessment Indicators চিহ্নিত করা আছে। উল্লেখ্য, যে পাঠে/অধ্যায়ে/ইউনিটে যতগুলো পিরিয়ড বা ক্লাস আছে ঠিক ততগুলো মূল্যায়ন নির্দেশক রয়েছে। তবে ১ম শ্রেণির বাংলা বিষয়ের যে পাঠে শিখনফল নেই (যেমন- পাঠ ২, ৫, ৭) সেই পাঠে কোনো মূল্যায়ন নির্দেশক নেই কারণ মূল্যায়ন নির্দেশকের মানদণ্ডগুলো মূলত শিখনফলের আলোকে লেখা হয়েছে।

৮. শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জনের নির্ধারিত মান হলো: পারেনি (০), আংশিক পেরেছে (১), পেরেছে (২)। তবে কোনো শিক্ষার্থী 'শূণ্য' পেলে তাকে ফলাবর্তনের মাধ্যমে কমপক্ষে 'আংশিক পেরেছে' পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। প্রান্তিক শেষে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক অর্জনউপজোগী যোগ্যতা অর্জনের নির্ধারিত নম্বর/মান হলো: ০-৩৯% (সহায়তা দরকার), নম্বর/মান ৪০-৫৯% (সন্তোষজনক), নম্বর/মান ৬০-৭৯% (ভালো), নম্বর/মান ৮০-১০০% (উত্তম)।

৯. শিক্ষক ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন। উপস্থাপিত পাঠটি শেষ হলে বা শিক্ষকের সুবিধামত সময়ে ফলাবর্তনের তথ্য (জ্ঞান/Knowledge এর ক্ষেত্রে-K, দক্ষতা/Skill এর ক্ষেত্রে-S, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ/AttitudeandValues এর ক্ষেত্রে-A) শিক্ষক ডায়েরি-১ এ লিপিবদ্ধ করতে হবে। শিক্ষক **'পারেনি'** শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

১০. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুসহ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন এবং শিখন দুর্বলতা নিরাময়ের জন্য ফলাবর্তন প্রদানে শিক্ষক বিশেষ যত্নবান হবেন।

১১. ফলাবর্তন ও শিখনফল অর্জনের মান শিক্ষক ডায়েরি-১ এ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথমে পেন্সিল দিয়ে লেখা সমীচীন। কারণ যে সকল শিক্ষার্থী ১ এবং ০ পাবে তাদের ফলাবর্তন প্রদানপূর্বক পরবর্তী শিখন অগ্রগতির মান অর্থাৎ ১ কে ২ এবং ০ কে ১ বা ২ এ উন্নীত করতে হবে। এক্ষেত্রে পেন্সিল দিয়ে লেখা হলে সেটি মুছে আবার সহজে লেখা যাবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষক সহায়িকাতে পূর্ব পাঠের আলোচনা ও পুনরালোচনা ক্লাসের সুযোগ রাখার কারণে ফলাবর্তন প্রদানেরও পর্যাপ্ত সুযোগ শিক্ষকের রয়েছে।

১২. উল্লেখ্য, পাঠের শেষের দিকের পিরিয়ডের মূল্যায়ন নির্দেশক পূরণ করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যাবে শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে প্রথম দিকের পিরিয়ডের মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখনফল অর্জন করে ফেলেছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক ডায়েরি-১ এ পূর্বে পেন্সিল দিয়ে লেখা উক্ত শিক্ষার্থীদের স্কোর/তথ্যটি সংশোধন করতে হবে। সে অনুযায়ী ধারাবাহিক মূল্যায়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সর্বশেষ ফলাফল সংরক্ষণ করবেন এবং তা নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিক্ষক ডায়েরি-২ এ লিপিবদ্ধ করবেন।

১৩. ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে শিক্ষক ও একাডেমিক সুপারভাইজারদের আবশ্যকীয় শিখনক্রম, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত পাঠ বিভাজন ও পাঠ পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশনা, মূল্যায়ন নিদের্শকের (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) ধারণা এবং মূল্যায়ন রেকর্ড টুলস (শিক্ষক ডায়েরি-১, শিক্ষক ডায়েরি-২ ও প্রান্তিকভিত্তিক শিখন অগ্রগতি রিপোর্ট কার্ড) সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। প্রয়োজনে বিষয়গুলো নিয়ে সহকর্মী, সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন।

১৪. প্রতি প্রান্তিক শেষে প্রধান শিক্ষক/সংশ্লিষ্ট শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য শিখন অগ্রগতির প্রতিবেদন (রিপোর্ট কার্ড) তৈরি করবেন। অগ্রগতি প্রতিবেদনের নমুনা শিক্ষক সহায়িকার মূল্যায়ন নির্দেশিকার শেষে দেয়া আছে। প্রদত্ত নমুনা অনুযায়ী প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য অগ্রগতির প্রতিবেদন (রিপোর্ট কার্ড) কপি/প্রিন্ট করে নেবেন। শিক্ষকবৃন্দ এই রিপোর্ট কার্ডে কোনো নম্বর/মান বা গ্রেড উল্লেখ করবেন না। মূল্যায়ন নির্দেশিকায় বর্ণিত অবস্থান নির্দেশক মন্তব্য যথা উত্তম/ভালো/সন্তোষজনক বা সহায়তা প্রয়োজন লিখবেন এবং শিক্ষার্থী/অভিভাবককে প্রদান করবেন।

১৫. বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নের একটি করে নমুনা ছক (ডায়েরি-১ ও ডায়েরি-২) এবং শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া উদাহরণসহ এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। উক্ত নমুনার আলোকে শিক্ষক তাঁর বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন।

শিক্ষক ডায়েরি-১, ডায়েরি-২ এবং শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরির নমুনা

(বাংলা, ইংরেজি ও গণিত)

বিষয়: বাংলা

প্রথম শ্রেণির বাংলা বিষয়ের পাঠ ১০ এ মোট ২টি পিরিয়ড আছে। ২টি পিরিয়ডের জন্য মোট ২টি মূল্যায়ন নির্দেশক শিক্ষক সহায়িকায় রয়েছে। উক্ত মূল্যায়ন নির্দেশকের আলোকে ৫জন শিক্ষার্থীর তথ্য দ্বারা ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্পর্কিত শিক্ষক ডায়েরি-১ ও ডায়েরি-২ পূরণ করে দেখানো হলো:

শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন প্রদানের জন্য শিক্ষক ডায়েরি-১

.... সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

উপজেলা: .... জেলা: ....

শ্রেণি: ১ম বিষয়: বাংলা পাঠ: ১০ (বর্ণ শিখি: অ, আ)

রোল	শিক্ষার্থীর নাম	পিরিয়ড-১, মূল্যায়ন নির্দেশক-১৪		পিরিয়ড-২, মূল্যায়ন নির্দেশক-১৫		প্রাপ্ত মান
		তারিখ:		তারিখ:		
		ফলাবর্তন প্রদানের তথ্য	শিখনফল অর্জনের মান (২/১)	ফলাবরূতন প্রদানের তথ্য	শিখনফল অর্জনের মান (২/১)	
১	সাকিব	S, A	১	--	২	৩
২	রিতা	--	২	S, A	১	৩
৩	আয়েশা	K	১	--	২	৩
৪	ফরহাদ	S	১	K	১	২
৫	বাবুল	--	২	--	২	৪

উপরে পুরণকৃত শিক্ষক ডায়েরি-১ এর ব্যাখ্যা:

শিক্ষক সহায়িকার শেষে সংযুক্ত মূল্যায়ন নির্দেশিকার ১.৮.৩ নং অনুচ্ছেদের রুব্রিক্স অনুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নম্বর/মান প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ যে শিক্ষার্থী রুব্রিক্সের সব বিবেচ্য বিষয় পেরেছে তাকে ২, যে আংশিক পেরেছে তাকে ১ এবং যে কোনোটিই পারেনি তাকে ০ দিতে হবে। যেসকল শিক্ষার্থী ১ নম্বর পাবে বা মান অর্জন করবে তাদের ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জনের মান ১ কে ২ এবং যেসকল শিক্ষার্থী ০ পাবে তাদের শিখন অর্জনের মানকে কমপক্ষে ১ এ উন্নীত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ফলাবর্তন প্রদানের কলামে জ্ঞানের (Knowledge) জন্য K, দক্ষতার (Skill) জন্য S এবং 'দৃষ্টিভাঙ্গি ও মূল্যবোধে'র (Attitude and Values) জন্য A লিখেবেন অর্থাৎ উক্ত ক্ষেত্রে ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন অর্জনের মানের উন্নয়ন করবেন।

শিক্ষক ডায়েরি-১ পূরণ সম্পন্ন করে তারপর ডায়েরি-২ পূরণ করবেন। অর্থাৎ কোনো পাঠের সবগুলো পিরিয়ড মূল্যায়ন সম্পন্ন হলে ডায়েরি-২ তে যেতে হবে।

* উপরে বর্ণিত ডায়েরি-১ এর মোট মূল্যায়ন নির্দেশক ২টির উপাত্তসমূহ ডায়েরি-২ এ সন্নিবেশিত করা হলো।

অধ্যায়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের বিবরণী (শিক্ষক ডায়েরি-২)

.... সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

উপজেলা: ....   জেলা: ....

শ্রেণি: ১ম   বিষয়: বাংলা   পাঠ: ১০   তারিখ:

অধ্যায়/পাঠ	অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ

শ্রেণি: ১ম   বিষয়: বাংলা   পাঠ: ১০   তারিখ:

রোল	শিক্ষার্থীর নাম	পিরিয়ড-১, মূল্যায়ননির্দেশক-১৪	পিরিয়ড-২, মূল্যায়ননির্দেশক-১৫	প্রাপ্ত মোট মান	মন্তব্য
		শিখনফল: ১.১.১, ৫.১.১, ৫.১.২, ৫.১.৪	শিখনফল: ৯.১.১, ১৩.১.১		
১	সাকিব	১	২	৩	
২	রিতা	২	১	৩	
৩	আয়েশা	১	২	৩	
৪	ফরহাদ	১	১	২	
৫	বাবুল	২	২	৪	

শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া:

উপরে বর্ণিত ডায়েরি-১ এর মোট মূল্যায়ন নির্দেশক ২টির উপাত্তসমূহ ডায়েরি-২ এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। শিখন অগ্রগতি রিপোর্ট কার্ড তৈরির জন্য শিক্ষককে প্রথমে পাঠভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মানকে শতকরা ফলাফলে রূপান্তর করতে হবে। ডায়েরি-১ ও ডায়েরি-২ এর তথ্য দিয়ে নিম্নে শিক্ষার্থীদের পাঠ ১০ এর ফলাফল তৈরি করা হলো। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে-

ক) পাঠ ১০ এ প্রদত্ত মোট মূল্যায়ন নির্দেশকের সংখ্যা অথবা একজন শিক্ষার্থী যতগুলো পিরিয়ডে মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় এসেছে = ২টি (উপরের উদাহরণে ৫জন শিক্ষার্থীই ২টি পিরিয়ডে মূল্যায়ন কার্যক্রমের অংশগহণ করেছিলো)

খ) মূল্যায়ন নির্দেশকের সংখ্যা অথবা ঐ শিক্ষার্থী যতগুলো পিরিয়ডের মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলো × সর্বোচ্চ মান (২) = ২×২= ৪

গ) শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মোট মান = অধ্যায় শেষে মোট ২টি মূল্যায়ন নির্দেশকে প্রাপ্ত মোট নম্বর

ঘ) ফলাফল= শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মোট মান ÷ মোট মূল্যায়ন নির্দেশকের মান ৪ (খ থেকে প্রাপ্ত) × ১০০

রোল	নাম	প্রাপ্ত শতকরা নম্বর	শিক্ষার্থীর অবস্থান
১	সাকিব	৩ ('গ' থেকে প্রাপ্ত) ÷ ৪ ('খ' থেকে প্রাপ্ত) = ০.৭৫ × ১০০ = ৭৫ %	ভালো
২	রিতা	৩ ÷ ৪ = ০.৭৫ × ১০০ = ৭৫ %	ভালো
৩	আয়েশা	৩ ÷ ৪ = ০.৭৫ × ১০০ = ৭৫ %	ভালো
৪	ফরহাদ	২ ÷ ৪ = ০.৫০ × ১০০ = ৫০ %	সন্তোষজনক
৫	বাবুল	৪ ÷ ৪ = ১.০০ × ১০০ = ১০০%	উত্তম

* [শিক্ষক সহায়িকার মূল্যায়ন নির্দেশিকার ১.৮.১১ অনুযায়ী প্রান্তিক শেষে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপজোগী যোগ্যতা অর্জনের নির্ধারিত নম্বর/মান হলো: ০-৩৯% (সহায়তা দরকার), নম্বর/ মান ৪০-৫৯% (সন্তোষজনক), নম্বর/ মান ৬০-৭৯% (ভালো), নম্বর/ মান ৮০-১০০% (উত্তম)]

শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন:

উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সকল শিক্ষার্থীর সকল বিষয়ের ফলাফল প্রস্তুত করতে হবে। প্রতি শিক্ষার্থীর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রান্তিকভিত্তিক শিখন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে শিক্ষার্থী/অভিভাবককে প্রদান করতে হবে।

বিষয়: ইংরেজি

শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন প্রদানের জন্য শিক্ষক ডায়েরি-১

প্রথম শ্রেণির ইংরেজি বিষয়ের ১ম ইউনিটে মোট ৯টি লেসন আছে। ৯টি লেসনের জন্য মোট ৯টি মূল্যায়ন নির্দেশক শিক্ষক সহায়িকায় রয়েছে। উক্ত মূল্যায়ন নির্দেশকের আলোকে ৫জন শিক্ষার্থীর তথ্য দ্বারা ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্পর্কিত শিক্ষক ডায়েরি-১ ও ডায়েরি-২ পূরণ করে দেখানো হলো:

Class: 1 Subject: English Unit:1 (Greeting and Farewells)

Roll No.	Name of the Student	Lesson-1, Session-1, Assessment Indicators-1		Lesson-1, Session-2 Assessment Indicators -2		Score
		Date:		Date:		
		Feedback Information	Score for Learning outcomes (2/1)	Feedback Information	Score for Learning outcomes (2/1)	
1	Sakib		2		2	4
2	Rita	S	1	S	1	2
3	Ayesha	K S A	1	A	1	2
4	Farhad	A	1		2	3
5	Babul		2		2	4

উপরে পূরণকৃত শিক্ষক ডায়েরি-১ এর ব্যাখ্যা:

লেসন-১, সেশন-১ এর মূল্যায়ন নির্দেশক-১ এ তিনটি ডোমেইনে (Knowledge, Skill এবং Attitude and Values) মূল্যায়ন সম্পর্কিত মোট তিনটি বিবৃতি (মূল্যায়ন নির্দেশক বাক্য) শিক্ষক সহায়িকায় (Teacher's Guide) রয়েছে। মূল্যায়ন নির্দেশিকার নির্দেশনা অনুযায়ী সব বিবেচ্য বিষয় পারলে ২, আংশিক পারলে ১ এবং কোনটি না পারলে তাকে ০ দিতে হবে। দেখা যাচ্ছে, সাকিব Assessment Indicators-১ এ বর্ণিত Knowledge, Skill এবং'Attitude and Values' ডোমেইনে বর্ণিতসবগুলো বিবেচ্য বিষয় পেরেছে, তাই স্কোরিং ঘরে ২ লেখা হয়েছে।

রিতা Assessment Indicators-১ এর ৩টি বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ২টি বিবেচ্য বিষয় পেরেছে তাই স্কোরিং ঘরে ১ লেখা হয়েছে। রীতা যেহেতু Skill ডোমেইনে বর্ণিত বিবেচ্য বিষয়টি পারেনি, সেজন্য ফলাবর্তন ঘরে S লেখা হয়েছে যাতে শিক্ষক চলমান/পরবর্তী পাঠসমূহে রিতাকে Skill সম্পর্কিত বিবেচ্য বিষয়ে সুস্পষ্ট ফলাবর্তন দিতে পারেন।

আয়েশা মূল্যায়ন নির্দেশক-১ এ প্রদত্ত ৩টি বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে কোনোটিই পারেনি তাই স্কোরিং ঘরে ০ পাওয়ার কথা। আয়েশা যেহেতু Knowledge, Skill এবং'Attitude and Values' ডোমেইনে বর্ণিত কোনো বিবেচ্য বিষয়ই সঠিকভাবে পারেনি, সেজন্য শিক্ষক ফলাবর্তন ঘরে KSA লিখবেন। চলমান/পরবর্তী পাঠসমূহে আয়েশাকে ফলাবর্তন দিয়ে স্কোর বৃদ্ধি করতে হবে এবং পরবর্তীতে শিক্ষক ডায়েরি-১ এ স্কোর লিপিবদ্ধ করবেন। * আয়েশাকে ফলাবর্তন প্রদান করে তাকে ন্যূনতম ১ দিয়ে শিক্ষক ডায়েরি-১ এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ফরহাদ মূল্যায়ন নির্দেশক-১ এ প্রদত্ত ৩টি বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ২টি বিবেচ্য বিষয় পেরেছে তাই স্কোরিং ঘরে ১ লেখা হয়েছে। সে যেহেতু 'Attitude and Values' ডোমেইনে বর্ণিত বিবেচ্য বিষয়টি পারেনি, এ জন্য ফলাবর্তন ঘরেA লেখা হয়েছে যাতে শিক্ষক পরবর্তী পাঠসমূহে ফরহাদকে 'Attitude and Values' সম্পর্কিত বিবেচ্য বিষয়ে সুস্পষ্ট ফলাবর্তন দিতে পারেন।

বাবুল মূল্যায়ন নির্দেশক-১ এ বর্ণিত সবগুলো বিবেচ্য বিষয় পেরেছে, তাই তার স্কোরিং ঘরে ২ লেখা হয়েছে।

একইভাবে মূল্যায়ন নির্দেশক-২ এরছকও পূরণ করা হয়েছে।মনে রাখতে হবে ফিডব্যকের ঘরে যেসব শিক্ষার্থীর মন্তব্য লেখা হয়েছে, শিক্ষক পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সেশনে ফলাবর্তন দিয়ে কাঙ্খিত শিখনফল অর্জন করিয়ে তাদের স্কোরিং ঘরে ২ দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।শিক্ষক একইভাবে ইউনিট-১ এর অবশিষ্ট ৭টি মূল্যায়ন নির্দেশক পূরণ করবেন।তারপর শিক্ষক ডায়েরি-২ পূরণ করবেন। অর্থাৎ কোনো ইউনিটের সবগুলো সেশনের মূল্যায়ন সম্পন্ন হলে ডায়েরি-২ তে যেতে হবে।

অধ্যায়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের বিবরণী (শিক্ষক ডায়েরি-২)

Roll No.	Name of the Students	Lesson-1, Session-1 Assessment Indicators-1	Lesson-1, Session-2 Assessment Indicators-2	Lesson-2, Session-1 Assessment Indicators-3	Lesson-3, Session-1 Assessment Indicators-4	Lesson-3, Session-2 Assessment Indicators-5	Lesson-4, Session-1 Assessment Indicators-6	Lesson-5, Session-1 Assessment Indicators-7	Lesson-6, Session-1 Assessment Indicators-8	Lesson-6, Session-2 Assessment Indicators-9	Total Score	Remarks
		Learning Outcome: 1.2.1	Learning Outcome : 1.2.1	Learning Outcome : 1.2.1	Learning Outcome : 1.2.1; 3.2.1	Learning Outcome : 1.2.1; 3.2.1	Learning Outcome : 1.2.1; 3.2.1	Learning Outcome : 1.2.2; 3.2.2	Learning Outcome : 2.1.1; 2.1.2; 6.1.1	Learning Outcome : 1.2.1; 1.2.2.; 3.2.1		
1	Sakib	2	2	2	1	2	2	2	1	2	16	
2	Rita	1	1	1	2	2	1	2	1	2	13	
3	Ayesha	1	1	1	2	1	1	1	2	2	12	
4	Farhad	1	2	2	2	2	2	2	2	1	16	
5	Babul	2	2	1	1	2	-	1	1	1	11	

শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া:

উপরে বর্ণিত ডায়েরি-১ এর মোট মূল্যায়ন নির্দেশক ৯টির উপাত্তসমূহ ডায়েরি-২ এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

শিখন অগ্রগতি রিপোর্ট কার্ড তৈরির জন্য শিক্ষককে প্রথমে ইউনিটভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মানকে শতকরা ফলাফল রূপান্তর করতে হবে। ডায়েরি-১ ও ডায়েরি-২ এর তথ্য দিয়ে নিম্নে শিক্ষার্থীদের ইউনিট-১ এর ফলাফল তৈরি করা হলো। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে:

ক) প্রথম ইউনিটে প্রদত্ত মোট মূল্যায়ন নির্দেশক সংখ্যা অথবা একজন শিক্ষার্থী যতগুলো সেশনে মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় এসেছে = ৯টি (উপরের উদাহরণে ৫জন শিক্ষার্থীই ৯টি সেশনে মূল্যায়ন কার্যক্রমের অংশগহণ করেছিলো)

খ) মূল্যায়ন নির্দেশকের সংখ্যা অথবা ঐ শিক্ষার্থী যতগুলো সেশনের মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলো × সর্বোচ্চ মান (২) = ৯×২= ১৮

গ) শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মোট মান = ইউনিট শেষে মোট ৯টি মূল্যায়ন নির্দেশকে প্রাপ্ত মোট নম্বর

ঘ) ফলাফল= শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মোট মান ÷ মোট মূল্যায়ন নির্দেশকের মান ১৮ (খ থেকে প্রাপ্ত) × ১০০

রোল	নাম	প্রাপ্ত শতকরা নম্বর	শিক্ষার্থীর অবস্থান
১	সাকিব	১৬ ('গ' থেকে প্রাপ্ত) ÷ ১৮ ('খ' থেকে প্রাপ্ত) = ০.৮৯ × ১০০ = ৮৯ %	উত্তম
২	রিতা	১৩ ÷ ১৮ = ০.৭২ × ১০০ = ৭২ %	ভালো
৩	আয়েশা	১২ ÷ ১৮ = ০.৬৬ × ১০০ = ৬৬ %	ভালো
৪	ফরহাদ	১৬ ÷ ১৮ = ০.৮৯ × ১০০ = ৮৯ %	উত্তম
৫	বাবুল	১১ ÷ ১৮ = ০.৮৯ × ১০০ = ৬১ %	ভালো

* [শিক্ষক সহায়িকার মূল্যায়ন নির্দেশিকার ১.৮.১১ অনুযায়ী প্রান্তিক শেষে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক অর্জনউপজোগী যোগ্যতা অর্জনের নির্ধারিত নম্বর/মান হলো: ০-৩৯% (সহায়তা দরকার), নম্বর/ মান ৪০-৫৯% (সন্তোষজনক), নম্বর/ মান ৬০-৭৯% (ভালো), নম্বর/ মান ৮০-১০০% (উত্তম)]

শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন:

উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সকল শিক্ষার্থীর সকল বিষয়ের ফলাফল প্রস্তুত করতে হবে। প্রতি শিক্ষার্থীর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রান্তিকভিত্তিক শিখন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে শিক্ষার্থী/অভিভাবককে প্রদান করতে হবে।

বিষয়: গণিত

শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মুল্যায়ন ও ফলাবর্তন প্রদানের জন্য শিক্ষক ডায়েরি-১

প্রথম শ্রেণির প্রাথমিক গণিত বিষয়ের অষ্টম অধ্যায়ে মোট ৪টি পাঠ আছে। ৪টি পাঠের জন্য মোট ৪টি মূল্যায়ন নির্দেশক শিক্ষক সহায়িকায় রয়েছে। উক্ত মূল্যায়ন নির্দেশকের আলোকে ৫জন শিক্ষার্থীর তথ্য দ্বারা ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্পর্কিত শিক্ষক ডায়েরি-১ ও ডায়েরি-২ পূরণ করে দেখানো হলো:

শ্রেণি: ১ম বিষয়: গণিত অধ্যায়: ৮ বিয়োগ (১১ থেকে ২০)

রোল	শিক্ষার্থীর নাম	পাঠ:১ মূল্যায়ননির্দেশক-৬১		পাঠ:২ মূল্যায়ননির্দেশক-৬২		পাঠ:৩ মূল্যায়ননির্দেশক-৬৩		পাঠ:৪ মূল্যায়ননির্দেশক-৬৪		প্রাপ্ত মান
		তারিখ:		তারিখ:		তারিখ:		তারিখ:		
		ফলাবর্তনপ্রদানেরতথ্য	শিখনফল অর্জনেরমান	ফলাবর্তন প্রদানেরতথ্য	শিখনফলঅর্জনেরমান	ফলাবর্তনপ্রদানেরতথ্য	শিখনফল অর্জনের মান	ফলাবর্তনপ্রদানেরতথ্য	শিখনফল অর্জনের মান	
১	সাকিব		২		২		২		২	৮
২	রিতা		২	S	১		২		২	৭
৩	আয়েশা	S	১	S	১	A	১	S	১	৪
৪	ফরহাদ	S	১		২	S	১	K	১	৫
৫	বাবুল	S	১	S	১	S	১	K, S, A	-	৩

উপরে পুরণকৃত শিক্ষক ডায়েরি-১ এর ব্যাখ্যা:

সাকিব এবং রিতা মূল্যায়ন নির্দেশক-৬১ এর বর্ণিত জ্ঞান, দক্ষতা এবং'দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ'ডোমেইনে বর্ণিত সবগুলো বিবেচ্য বিষয় যথাযথভাবে পেরেছে তাই তাদেরকে ২ স্কোর তরে দেওয়া হয়েছে। আয়েশা, ফরহাদ ও বাবুল উক্ত নির্দেশকের দক্ষতার বিবেচ্য বিষয়ে আংশিক পেরেছে তাই তাদেরকে ১ করে স্কোর দেওয়া হয়েছে এবং ফলাবর্তনের ঘরে S লেখা হয়েছে। এক্ষেত্রে আয়েশা, ফরহাদ ও বাবুলের স্কোর ২ এ উন্নীত করতে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

শিক্ষক ডায়েরি-১ পূরণ সম্পন্ন করে তারপর ডায়েরি-২ পূরণ করবেন। অর্থাৎ কোনো অধ্যায়ের সবগুলো পাঠের মূল্যায়ন সম্পন্ন হলে ডায়েরি-২ তে যেতেহবে।

অধ্যায়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের বিবরণী (শিক্ষক ডায়েরি-২)

রোল	শিক্ষার্থীর নাম	পাঠ: ১ মূল্যায়ননির্দেশক-৬১	পাঠ: ২ মূল্যায়ননির্দেশক-৬২	পাঠ: ৩ মূল্যায়ননির্দেশক-৬৩	পাঠ: ৪ মূল্যায়ননির্দেশক-৬৪	প্রাপ্ত মোট মান	মন্তব্য
		শিখনফল-২.২.৩	শিখনফল-২.২.৫	শিখনফল-২.২.৮	শিখনফল-২.২.৮		
১	সাকিব	২	২	২	২	৮	
২	রিতা	২	১	২	২	৭	
৩	আয়েশা	১	১	১	১	৪	
৪	ফরহাদ	১	২	১	১	৫	
৫	বাবুল	১	১	১	-	৩	

শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া:

উপরে বর্ণিত ডায়েরি-১ এর মোট মূল্যায়ন নির্দেশক ৪টির উপাত্তসমূহ ডায়েরি-২ এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

শিখন অগ্রগতি রিপোর্ট কার্ড তৈরির জন্য শিক্ষককে প্রথমে অধ্যায়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মানকে শতকরা ফলাফলে রূপান্তর করতে হবে। ডায়েরি-১ ও ডায়েরি-২ এর তথ্য দিয়ে নিম্নে শিক্ষার্থীদের অধ্যায় ৮ এর ফলাফল তৈরি করা হলো। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে-

ক) অধ্যায় ৮ এ প্রদত্ত মোট মূল্যায়ন নির্দেশকের সংখ্যা অথবা একজন শিক্ষার্থী যতগুলো পাঠে মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় এসেছে = ৪টি (উপরের উদাহরণে ৫জন শিক্ষার্থীই ৪টি সেশনে মূল্যায়ন কার্যক্রমের অংশগহণ করেছিলো)

খ) মূল্যায়ন নির্দেশকের সংখ্যা অথবা ঐ শিক্ষার্থী যতগুলো পাঠের মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলো× সর্বোচ্চ মান (২) = ৪×২= ৮

গ) শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মোট মান = অধ্যায় শেষে মোট ৪টি মূল্যায়ন নির্দেশকে প্রাপ্ত মোট নম্বর

ঘ) ফলাফল= শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মোট মান ÷ মোট মূল্যায়ন নির্দেশক মান৮(খ থেকে প্রাপ্ত) × ১০০

রোল	নাম	প্রাপ্ত শতকরা নম্বর	শিক্ষার্থীর অবস্থান
১	সাকিব	৮ ('গ' থেকে প্রাপ্ত) ÷ ৮ ('খ' থেকে প্রাপ্ত) = ১ × ১০০ = ১০০ %	উত্তম
২	রিতা	৭ ÷ ৮ = ০.৮৬ × ১০০ = ৮৬ %	উত্তম
৩	আয়েশা	৪ ÷ ৮ = ০.৫০ × ১০০ = ৫০ %	সন্তোষজনক
৪	ফরহাদ	৫ ÷ ৮ = ০.৬৩ × ১০০ = ৬৩ %	ভালো
৫	বাবুল	৩ ÷ ৮ = ০.৩৮ × ১০০ = ৩৮ %	সহায়তা দরকার

* [শিক্ষক সহায়িকার মূল্যায়ন নির্দেশিকার ১.৮.১১ অনুযায়ী প্রান্তিক শেষে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক অর্জনউপজোগী যোগ্যতা অর্জনের নির্ধারিত নম্বর/মান হলো: ০-৩৯% (সহায়তা দরকার), নম্বর/মান ৪০-৫৯% (সন্তোষজনক), নম্বর/মান ৬০-৭৯% (ভালো), নম্বর/মান ৮০-১০০% (উত্তম)]

শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন:

উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সকল শিক্ষার্থীর সকল বিষয়ের ফলাফল প্রস্তুত করতে হবে। প্রতি শিক্ষার্থীর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রান্তিকভিত্তিক শিখন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে শিক্ষার্থী/অভিভাবককে প্রদান করতে হবে।

সাকিবের অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রান্তিকভিত্তিক শিখন অগ্রগতির প্রতিবেদন নিচে উপস্থাপন করা হলো:

.... সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

উপজেলা: ....   জেলা: ....

শিখন অগ্রগতির প্রতিবেদন

শিক্ষার্থীর নাম	সাকিব
শ্রেণি	১ম
রোল	১
শাখা (যদি থাকে)	নেই
শ্রেণি কার্যদিবস	
উপস্থিত	

বিষয়	প্রথম প্রান্তিক	সার্বিক মন্তব্য	দ্বিতীয় প্রান্তিক	সার্বিক মন্তব্য	তৃতীয় প্রান্তিক	সার্বিক মন্তব্য
বাংলা	ভালো	বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করতে হবে।				
ইংরেজি	উত্তম					
গণিত	উত্তম					
সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রাথমিক বিজ্ঞান (সমন্বিত)						
ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা						
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা						
শিল্পকলা						

বি.দ্র. এভাবে প্রত্যেক প্রান্তিকে সাকিবের প্রতিটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের আলোকে সহায়তা প্রয়োজন/সন্তোষজনক/ ভালো/উত্তম লিখতে হবে। শিখন অগ্রগতির প্রতিবেদনে (রিপোর্ট কার্ড) শিক্ষার্থীর কোনো প্রাপ্ত নম্বর লেখা যাবে না।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলি

বিষয়	প্রথম প্রান্তিক	সার্বিক মন্তব্য	দ্বিতীয় প্রান্তিক	সার্বিক মন্তব্য	তৃতীয় প্রান্তিক	সার্বিক মন্তব্য
সময়নিষ্ঠতা	ভালো	উপজেলা পর্যায়ে ৫০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে				
শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা	সন্তোষজনক					
দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ	উত্তম					
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	সহায়তা প্রয়োজন					
আচার-আচরণ	ভালো					
দলীয় কাজে অংশগ্রহণ	উত্তম					
কাবিং কার্যক্রম	সন্তোষজনক					
বিশেষ পারদর্শিতা	ক্রীড়ায় উত্তম					

বি.দ্র. এভাবে প্রত্যেক প্রান্তিকে সাকিবের প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার আলোকে সহায়তা প্রয়োজন/ সন্তোষজনক/ ভালো/ উত্তম লিখতে হবে।

প্রান্তিক	শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
প্রথম			
দ্বিতীয়			
তৃতীয়			

বি.দ্র. প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিকের অগ্রগতি প্রতিবেদনটি (রিপোর্ট কার্ড) অভিভাবকের নিকট থেকে স্বাক্ষর করিয়ে নিবেন এবং শেষ প্রান্তিকে তা শিক্ষার্থীকে দিয়ে দিতে হবে।